শানে আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

11-May-2023

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে পানাহারও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا يُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا
اَبْلَغَنِیْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِيْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰی عَلَيْكَ

www.dawateislami.net

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতা আমার কবরে নিযুক্ত করেছেন, যাকে সমস্ত সৃষ্টির আওয়াজ শুনার ক্ষমতা দান করেছেন। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যারা আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে সেই ফেরেশতা আমার নিকট তার নাম এবং তার পিতার নাম পেশ করবে এবং বলবে, অমুকের ছেলে অমুক আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করেছে।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১০/২৫১ হাদীস:১৭২৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

অসহায়কে সাহায্য সহযোগীতা

আশেকে রাসুল হযরত আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাইল নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: একদা প্রকট আকারে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এবং সেই

www.dawateislami.net

দুর্ভিক্ষের সময় হজ্বের দিনও চলে আসলো। (اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ) সেই দুর্ভিক্ষ আসা সত্ত্বেও আশেকে রাসূলগণ হজ্বের জন্য গমন করলেন, হযরত শেখ আহমদ বিন মুহাম্মদ দিমিয়াতি মিসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ও মিসর থেকে দুটি উট ক্রয় করে তাঁর সম্মানিতা মাকে নিয়ে হজ্বের জন্য মক্কা শরীফে উপস্থিত হন। হজ্বের যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে রাসুলে কারীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র নিকট মদীনা শরীফে উপস্থিত হন, সেখানে গিয়ে তার উটটি মারা যায় এবং সফরের পাথেয় ও ফুরিয়ে যায়, ফলে তিনি খুবই পেরেশানগ্রস্ত হয়ে গেলেন যে, একদিকে তাঁর উটটি মারা গেছে, অপর দিকে বাড়ি ফেরার ভাড়াও ফুরিয়ে গেছে, এখন বাড়ি ফিরবেন কী করে? এই পেরেশান গ্রস্থ অবস্থায় শায়খ আহমদ বিন মুহাম্মদ দিমিয়াতি মিসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ শেখ সফিউদ্দীন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ 'র নিকট উপস্থিত হয়ে সব পরিস্থিতি খুলে বললেন, তখন শেখ সফিউদ্দিন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন, আপনি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত চাচাজান হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাযারে উপস্থিত হয়ে সেখানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং আপনার পেরেশানি আরজ করেন। শেখ আহমদ বিন মুহাম্মদ দিমিয়াতি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর উপদেশ অনুসরণ করে হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাযারে উপস্থিত হন, এবং সেখানে কুরআন তেলাওয়াত করেন, অতঃপর হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট নিজের পেরেশানি আরজ করেন, সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর যখন তিনি তাঁর বাসস্থানে ফিরলেন তখন তাঁর মা বললেন: বাবা! একজন ব্যক্তি তোমাকে খুঁজছিলো। একথা শুনে তিনি মসজিদে নববীতে উপস্থিত হলেন, সেখানে তিনি সাদা দাঁড়ি বিশিষ্ট একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে দেখলেন, সম্মানিত ব্যক্তিটি দেখামাত্রই বললেন: শেখ আহমদ! মারহাবা... শেখ আহমদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি

www.dawateislami.net

দ্রুত সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর হাতে চুমু খেলাম। তিনি বললেন: আহমদ! তুমি মিশরে চলে যাও! আমি বললাম আলিজাহ, আমি কিভাবে যাবো, আমার কাছে তো যাওয়ার ভাড়াও নেই? আর উটটিও মারা গেছে। সেই বুযুর্গ শেখ আহমদকে সাথে নিয়ে মিশরীয় হাজীদের একটি তাঁবুতে গেলেন এবং এক ব্যক্তিকে উটের ভাড়া পরিশোধ করে বললেন: আপনি শেখ আহমদ এবং তার মাকে মিশরে পৌঁছে দিন। মিশরীয় হাজীও সেই বুযুর্গকে অনেক শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন, অতঃপর শেখ আহমদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ দ্রুত তাঁর জিনিসপত্র প্রস্তুত করে তাঁর মাকে সাথে নিয়ে মিশরীয় হাজীর তাঁবুতে পৌঁছে গেলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই বুযুর্গ সেখানেই ছিলেন তখন নামাজের সময় ছিল। শেখ আহমদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ সেই বুযুর্গকে সাথে নিয়ে মসজিদে নববী শরীফে উপস্থিত হন। সেই বুযুর্গ বললেন, আহমদ! আপনি নামাজ আদায় করে নিন! শেখ আহমদ মসজিদে পৌঁছে নামাজ আদায় করলেন, এবং সেই বুযুর্গ আসার জন্য অপেক্ষা করতে রইলেন, কিন্তু তিনি আসেননি। শেখ আহমদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: আমি তাঁকে অনেক খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও পেলাম না। অবশেষে শেখ সফিউদ্দীন رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ এর নিকট উপস্থিত হয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বললাম। শেখ সফিউদ্দীন رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ সেই বুযুর্গের অবয়ব সম্পর্কে শুনে বললেন, "সেই নেক বুযুর্গ আর কেউ নন, তিনি হলেন রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চাচা হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ যিনি আপনার সমস্যা সমাধানের জন্য এসেছিলেন।"

(জামে কারামাতে আউলিয়া, ১/ ১০৮)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

শহীদগণ জীবিত

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন তো! হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তাঁর ইন্তেকালের কয়েক শতাব্দী পরও কীভাবে একজন পেরেশান গ্রস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করেছেন। سُبْحٰنَ اللّٰہ!! হতে পারে শয়তান মনের মধ্যে কুমন্ত্রণা দিবে যে, একজন মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর কীভাবে কারো সাহায্যের জন্য আসতে পারে? এ প্রসঙ্গে আরজ হলো যে, পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত ও বহু হাদিসের আলোকে এটা প্রমাণিত হয় যে, নবীগণ عَلَیْہِمُ السَّلَام ও আউলিয়াগণ আল্লাহর দানক্রমে নিজ নিজ মাযারে জীবিত আছেন, তাঁরা তাদের গোলামদের আর্তনাদ শোনেন এবং সাহায্য ও করেন। আর হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ মাযারে জীবিত থাকার বিষয়টি তো পবিত্র কুরআনে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে,

জ্বী হ্যাঁ! হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন আর উহুদ যুদ্ধে শহীদগণ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ قُتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْیَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُوْنَ ﴿۱۶۹﴾

(পারা ৪ সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, কখনো তাদেরকে মৃত বলে ধারণা করো না। বরং তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত রয়েছে, জীবিকা পায়।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হলেন, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় চাচা। তিনি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

এর শুভ জন্মের দুবছর পূর্বে পৃথিবীতে আগমন করেন, তাঁর ৪টি প্রসিদ্ধ উপাধি রয়েছে: (১) আসাদুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর সিংহ, (২) আসাদুর রাসুল অর্থাৎ প্রিয় নবী (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর সিংহ, (৩) ফায়েল-উল-খাইরাত অর্থাৎ অধিক সৎ কাজ সম্পাদনকারী, (৪) সায়্যিদুস শুহাদা।

(শরহে যুরকানি মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া ৪/ ৪৭০। উসদুল গাবা ২/৬৭)

হযরত আমীর হামযার সাথে ভালোবাসার নির্দেশ:

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

قُلۡ لَّاۤ اَسۡـَٔلُکُمۡ عَلَیۡہِ اَجۡرًا اِلَّا الۡمَوَدَّۃَ فِی الۡقُرۡبٰی ؕ

(পারা: ২৫, সূরা: শূরা, আয়াত ২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন: আমি সেটার জন্য তোমাদের নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক চায় না, কিন্তু নিকটাত্মীতার ভালোবাসা।

উক্ত আয়াতে রাসুলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আত্মীয়স্বজনের সাথে ভালোবাসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আত্মীয়, বরং আমীরে হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তো কয়েক দিক থেকে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আত্মীয়: (১) তিনি হলেন প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চাচা (২) হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাতা উম্মে মুস্তাফা সায়্যিদাহ আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর চাচাতো বোন, এদিক দিয়ে হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খালাতো ভাই ছিলেন (৩) হযরত আমীর হামজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুধ ভাইও কেননা হযরত সোয়াইবা ও হযরত হালিমা সাদিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হলেন হুজুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুধ মা, হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও তাদের দুধ পান করেছেন। **(উসদুল গাবা, ২/৬৭)**

www.dawateislami.net

এভাবে হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ৩ দিক দিয়ে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আত্মীয়। সুতরাং তাঁকে ভালোবাসাও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক।

ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শিকারের শৌখিন ছিলেন। একবার তিনি শিকারের উদ্দেশ্যে বনে গিয়েছিলেন, সেদিন আবু জাহেল প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে খুবই বেয়াদবি করল এবং হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে অসদাচরণ করল। হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শিকার থেকে ফিরে আসলে তাকে এ ব্যাপারটি জানানো হয়, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একথা শুনে বিচলিত হয়ে উঠেন এবং আবু জাহেলকে মারতে শুরু করেন। আবু জাহেল নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে গিয়ে বলল, হে হামযা! তুমি কি দেখ না, মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কি ধরনের দ্বীন নিয়ে এসেছে? সে আমাদের দেবতাদের মন্দ বলে এবং আমাদের বাপ দাদাদেরকে নির্বোধ বলে। হযরত আমীরে হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তখনও ঈমান আনেননি, কিন্তু তখন হৃদয় ও মস্তিষ্কে তার ভাতিজা অর্থাৎ প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা বিরাজ করছিল, তিনি আবু জাহেলের কথা শুনে বললেন: তুমি আসলেই নির্বোধ, কেননা তুমি নিজের হাতে বানানো পাথরকে খোদা বলে বিশ্বাস কর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর প্রকৃত রাসূল। **(তাফসীরে কবীর, পারা ৮ সূরা আনআম আয়াত ১২২, ৫/১৩৪)** তখন হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর অন্তরে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি প্রবল ভালোবাসা ছিল, তাই তিনি কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। তিনি বলেন: পরবর্তীতে আমি এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম, সারা

www.dawateislami.net

রাত ভাবনায় কাটিয়ে দিলাম, সকাল বেলা হারামে কাবায় উপস্থিত হয়ে কান্নাকাটি করে আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করলাম যে, হে আল্লাহ! আমার বক্ষকে সত্যের জন্য উন্মুক্ত করুন এবং আমার হৃদয় থেকে সন্দেহ দূর করুন, আমি দোয়াটি শেষ করার পর্বেই আমার অন্তর থেকে সন্দেহ দূর হয়ে গেল এবং বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে গেল। তারপর আমি আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সান্নিধ্যে উপস্থিত হলাম এবং তাঁর নিকট আমার সমস্ত পরিস্থিতি তুলে ধরলাম, তখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও আমার জন্য দোয়া করলেন। **(আর রাওদুল আনিফ, ইসলামে হামজা, ২/৫১পৃষ্ঠা)**

আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র শানে আয়াত অবতীর্ণ হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলামের অমূল্য সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার পর তাঁর শানে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল:

اَوَمَنۡ كَانَ مَيۡتًا فَاَحۡيَيۡنٰهُ وَجَعَلۡنَا لَهٗ نُوۡرًا يَّمۡشِىۡ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنۡ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيۡسَ بِخَارِجٍ مِّنۡهَا ؕ

(পারা: ৮ সূরা আনআম: ১২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যে ব্যাক্তি মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তার জন্য একটা আলো সৃষ্টি করেছি, যার দ্বারা সে লোকদের মাঝে চলাচল করে, সে কি ঐ ব্যাক্তির ন্যায় হয়ে যাবে যে অন্ধকার রাজিতে রয়েছে এবং তা থেকে কখনো বের হবার নয়?

(তাফসীরে কবীর, পারা ৮ সুরা আনআম আয়াত ১২২, ৫/১৩৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

জীবনের প্রকৃত মর্মার্থ

হে আশিকানে রাসূল! উক্ত আয়াতে জীবনের অদ্ভুত দর্শন বর্ণনা করা হয়েছে, সাধারণত নড়াচড়াকে বলা হয় জীবন, যার শ্বাস-প্রশ্বাস চলমান, যে কথা বলতে পারে, শুনতে পায়, চলাফেরা করতে পারে সেটাকেই জীবন বলা হয়। কিন্তু এখানে পবিত্র কোরআন জীবনের আরেকটি মর্মার্থ বর্ণনা করেছে, দেখুন! হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পৃথিবীতে আগমনের ৪০ বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে, তিনি চলাফেরা ও করতেন, পানাহারও করতেন শিকারও করতেন এতদসত্ত্বেও আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

كَانَ مَيۡتًا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যে ব্যক্তি মৃত ছিল।

অতঃপর যখন তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন, তখন তার অন্তর ঈমানের আলোয় আলোকিত হলো, তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَاَحۡیَیۡنٰہُ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমি তাকে জীবিত করেছি।

জানা গেল: বাস্তব জীবন হলো হৃদয় জীবিত থাকা, যার অন্তরে ঈমানের নূর আছে সে জীবিত। আর যার অন্তরে এই নূর নেই তার হৃদয়ও মৃত, সে নিজেও জীবিত মানুষের আকৃতিতে মৃত।

হৃদয়কে রক্ষা করো...!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখান থেকে জানা গেল, হৃদয় রক্ষা করা খুবই জরুরী, আজকাল মানুষ বাহ্যিক শরীরের যত্নে বেশি মনোযোগী, মানুষের শরীরে প্রতিদিন কতটুকু খাবার প্রয়োজন? কতটুকু ক্যালরি

www.dawateislami.net

প্রয়োজন, শারীরিক দুর্বলতা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শও নেওয়া হয়, শরীর ফিট রাখার জন্য মানুষ ব্যায়ামও করে, আর শরীর ফিট রাখতে ওয়েট লিফটিং ও করে। নিজেকে শারীরিকভাবে সুস্থ রাখার চেষ্টা করা খারাপ নয়, তবে আমরা আমাদের হৃদয়ের ক্ষেত্রেও এই সব করি কি না সেটাও ভাবার বিষয়। আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি আমাদের হৃদয় সুস্থ আছে কি-না? আমরা অভ্যন্তরীণভাবে অসুস্থ কি-না? আমাদের অন্তরে হিংসা, অহংকার, বিদ্বেষের রোগের জন্ম নিয়েছে কি-না? দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এই দিকে সাধারণত মনোযোগ দেওয়া হয় না অথচ হৃদয় সজীবতার নামই বাস্তব জীবন।

মানুষ হলো ২টি জিনিসের সমন্বয়ের নাম

মনে রাখবেন! মানুষ দুটি জিনিসের সমন্বয়ের নাম: (১) শরীর, (২) আত্মা। কেবল আত্মা থাকলে শরীর না থাকলে তাকে মানুষ বলে না, তদ্রূপ শুধু শরীর থাকলে, আত্মা না থাকলে তাকেও মৃতদেহ বলে। জানা গেল, মানুষ হলো দেহ এবং আত্মার সমন্বয়। তাই আমরা যদি নিজের মনুষ্যত্ব বহাল রাখতে চাই তবে আমাদের দেহের যত্নের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি আমাদের আত্মার ব্যাপারে সচেষ্ট ও যত্নবান হতে হবে। যদি তার বাহ্যিক শরীর শক্তিশালী থাকে কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিবেক মারা যায় তবে মানুষ আর মানুষ থাকে না, সে হয়ে যায় হিংস্রপশু। আর আত্মা শক্তিশালী হলে, আর বাহ্যিক শরীর দুর্বল হলেও মানুষের মধ্যে মানবতা বহাল থাকে। এজন্য আমাদের উচিত, নিজেদের হৃদয়কে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা এবং আমাদের অন্তরকে অভ্যন্তরীণ রোগ (যেমন হিংসা, অহংকার, দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি) থেকে রক্ষা করা।

www.dawateislami.net

মাকতাবাতুল মদীনার একটি খুব সুন্দর কিতাব রয়েছে: "অভ্যন্তরীণ রোগের তথ্য" এই কিতাবটি কিনুন, পড়ুন, اِنۡ شَآءَ الله! অভ্যন্তরীণ রোগ সম্পর্কে তথ্য অর্জিত হবে। উক্ত কিতাবটিতে অভ্যন্তরীণ রোগের নাম, সেগুলোর সংজ্ঞা, সেগুলো সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত, এসব রোগ সংক্রান্ত হাদীস এবং এসব রোগের প্রতিকারও উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক রোগ থেকে রক্ষা করুন। اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ গুণাবলী

আল্লাহ পাক উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পারা ২০, সূরা কাসাস, আয়াত নং ৬১ তে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اَفَمَنۡ وَّعَدۡنٰهُ وَعۡدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِیۡهِ كَمَنۡ مَّتَّعۡنٰهُ مَتَاعَ الۡحَیٰوةِ الدُّنۡیَا ثُمَّ هُوَ یَوۡمَ الۡقِیٰمَةِ مِنَ الۡمُحۡضَرِیۡنَ ﴿۶۱﴾

(পারা: ২০, সূরা: কাসাস, আয়াত: ৬১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তবে কি ঐ ব্যক্তি, যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, অতঃপর সে সেটার সাক্ষাত পাবে ঐ ব্যাক্তির ন্যায়, যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী ভোগ করতে দিয়েছি, অতঃপর তাকে কিয়ামতের দিনে গ্রেফতার করে হাযির করা হবে।

উক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ২ জন লোক রয়েছে: (১) একজন সেই ব্যক্তি যার সাথে আল্লাহ পাক জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তিনি অবশ্যই জান্নাতে পৌঁছে যাবেন। আর (২) অন্যজন সেই ব্যক্তি যাকে পার্থিব সম্পদ দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর বিচার দিবসে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হবে, এতদ উভয় কি সমান হতে পারে? মোটেও সমান হতে পারে না। মুফাসসীরগণ বলেন: উপরোক্ত আয়াতটি ও

www.dawateislami.net

হযরত আমীর হামযা ও আবু জাহেল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল, উক্ত আয়াতে সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ পাক জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং সে ব্যক্তি যাকে পার্থিব সম্পদ দিয়েছি কিন্তু কিয়ামতের দিন তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হবে, এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আবু জাহেল। **(যাখায়িরুল উকবা, ৩০০ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ ও রাসুলের সিংহ

মু'জামে কবীরে রয়েছে: আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, সেই সত্তার শপৎ, যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই, সপ্তম আসমানে লেখা আছে: حَمْزَةُ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَسَدُ اللهِ وَأَسَدُ رَسُوْلِهِ হামযা ইবনে আব্দুল-মুত্তালিব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিংহ।

(মুজামে কবীর, ২/ ২৬৬, হাদীস: ২৮৮১)

হযরত হামজা জান্নাতে ঠেস লাগিয়ে রয়েছে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হতে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ আমি যখন রাতে জান্নাতে প্রবেশ করলাম তখন দেখলাম? হামজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার বন্ধুদের সাথে সেখানে উপস্থিত। **(ইসতিয়াব, ১/৩১৪)**

এক বর্ণনায় রয়েছে, ইরশাদ করেন: রাতে জান্নাতে প্রবেশ করলাম, তখন দেখলাম হযরত জাফর তৈয়্যার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ফেরেস্তাদের সাথে বাতাসে উড়ছেন আর হযরত হামজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তখতে ঠেস লাগিয়ে উপবিষ্ট রয়েছে। **(মুসতাদরাক, ৪/ ২০১, হাদীস: ৪৯৪২)**

www.dawateislami.net

জিব্রাইল আমীন عَلَیۡہِ السَّلَام এর জিয়ারত:

একদা সায়্যিদুশ-শুহাদা হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হুযুর পূরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সমীপে আরজ করলেন, হে আল্লাহর নবী, আমি হযরত জিব্রাইল আমীন عَلَیۡہِ السَّلَام কে তাঁর আসল রূপে দেখতে চাই। রাসুলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: চাচাজান! আপনার সেই ক্ষমতা নেই, হযরত হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রবল জেদ করলেন (অর্থাৎ তাকে বারংবার আরজ করতে থাকলেন যে, আমি তাকে দেখতে চাই)। অতঃপর প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশদা করলেন: মাটিতে বসে পড়ুন! হযরত আমীর হামযা বসে গেলেন, কিছুক্ষণ পর হযরত জিব্রাইল আমীন عَلَیۡہِ السَّلَام কাবার ওপর অবতরণ করলে রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, চাচাজান! উপরের দিকে তাকান! এবং দেখুন, হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখনই চোখ তুলে হযরত জিব্রাইল আমীন عَلَیۡہِ السَّلَام -কে তাঁর আসল রূপে দেখলেন তখন নূরের ঝলক সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। **(আত তাবকাতুল কুবরা, ৩/৮)**

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয় নাম:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের আঁকা ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর চাচা হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে অনেক ভালোবাসতেন। হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তার নাম কী রাখা উচিত? প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি আমার চাচা

হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবের নামটি খুব পছন্দ করি, তাই তোমার সন্তানের নাম এটাই রাখো। **(মুস্তাদরাক খন্ড ৪/২০০, হাদীস নং: ৪৯৪০)**

হযরত আমীর হামযার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শাহাদাত:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ১৫ই শাওয়াল-উল-মুকাররম ৩ হিজরীতে হক বাতিলের এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাকে বলা হয় উহুদের যুদ্ধ। উহুদ যুদ্ধে হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও অংশগ্রহণ করেন, তিনি খুব সাহসীকতার সাথে যুদ্ধ করেন, অবশেষে শাহাদাতের উচ্চ পদে সমাসীন হোন, শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স ছিলো ৫৪ বছর।

(মারেফাতুস সাহাবা, ২/১৭)

আমীর হামযার শাহাদাতে নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ব্যথিত:

বর্ননায় রয়েছে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তার চাচাজান হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর লাশের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, “হে হামযা, হে আল্লাহর রাসুলের চাচাজান! এবং আল্লাহ ও রাসুলের সিংহ! হে হামজা, হে সৎকর্মে অগ্রগামী! হে হামজা! হে শোক ও দুঃখ দূরকারী, হে হামজা! হে আল্লাহর রাসূল (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) হতে শত্রুদের তাড়ানো ব্যক্তি!

(যাখায়িরুল উকবা, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসুলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, “চাচাজান আল্লাহ পাক আপনার প্রতি দয়া করুন, আপনি অনেক আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী, সৎকর্মে অনেক বেশি অগ্রগামী।

(মারেফাতুস সাহাবা, ২/২২)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর ২টি মহৎ গুণ:

হে আশিকানে রাসূল! উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর দুটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন: (১) وُصُولُ الرَّحِم (অধিক পরিমাণে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী, (২) فُعُولُ الْخَیْرات অধিক সৎকর্মশীল)। হায়! আমরাও যদি এই দুটি গুণের অধিকারী হতাম, এবং হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর ফয়েজ লাভ করতে পারতাম।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার ফযীলত:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা সম্পর্কে ৩ টি বরকতময় হাদীস শুনুন (১) প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এটি পছন্দ করে যে, তার জীবন ও জীবিকা বৃদ্ধি পাক তাহলে তার উচিত নিজ পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৮০১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬)** (২) তাবরানী আওসাতের মধ্যে হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণনা করেন: নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পবিত্র ঘর থেকে বের হলেন, আমরা একসাথে বসা ছিলাম, তিনি আমাদের দেখলেন এবং ইরশাদ করলেন: হে মুসলমানগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখো, কারণ আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার প্রতিদান খুব শীঘ্রই পাওয়া যায়। **(মু'জামুল আওসাত ৪/১৮৭ পৃষ্ঠা হাদীস: ৫৬৬৪)** (৩) বাযযার ও হাকিমের বর্ণনা হলো, যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার দীর্ঘায়ু হোক, জীবিকা প্রশস্ত হোক, এবং অপমৃত্যু থেকে বেঁচে থাকুক, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। **(মুস্তাদরাক, ৫/২২২, হাদীস: ৭৩৬২)**

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! হযরত সায়্যিদুনা ফকীহ আবুল লাইছ সমরকান্দি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার ১০টি উপকারিতা রয়েছে: (১) আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, (২) মানুষের খুশির কারণ হয়, (৩) ফেরেশতারা খুশি হয়, (৪) এই ব্যক্তি মুসলমানদের দ্বারা প্রশংসিত হয়, (৫) শয়তান তার দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়, (৬) আয়ু বৃদ্ধি পায়, (৭) জীবিকা বৃদ্ধি পায়, (৮) মৃত পূর্বপুরুষরা খুশি হোন, (৯) পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং (১০) মৃত্যুর পরে তার সাওয়াব বৃদ্ধি পায়, কারণ লোকেরা তার জন্য কল্যাণের দোয়া করে। **(তাম্বিহুল গাফেলিন, ৭৩ পৃষ্ঠা)**

নেকীর প্রতি লোভের ফযীলত:

(১): প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ অর্থাৎ নেকীর কোন বিষয়কে তুচ্ছ মনে করো না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার উৎফুল্লতার সাথে সাক্ষাতই হোক না কেন। **(মুসলিম, ১০১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬২৬)** (২) শেষ নবী: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: : اِحْرِصْ عَلٰى مَايَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَاتَعْجِزْ অর্থাৎ সেই জিনিসের প্রতি লালসা করো যা তোমাদের উপকারে আসবে এবং আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো অপারগ হয়ো না। **(মুসলিম, ১০২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৬৬৪)**

হে আশিকানে রাসূল! মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা শরফুদ্দিন নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত হাদীসে পাকের টিকায় বলেন: আল্লাহ পাকের ইবাদতে খুব আগ্রহী হও এবং তার বিনিময়ে পুরস্কারের আশা রাখো, কিন্তু এই ইবাদতেও নিজের প্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর। **(শরহে সহী মুসলিম লিননাবভী, ৮/৫১২)**

www.dawateislami.net

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ উল্লেখিত হাদীসের টীকায় বলেন, লক্ষ্য রাখবেন, পার্থিব বিষয়ে ধৈর্য্য ও অল্প সন্তুষ্টি ভালো, কিন্তু আখেরাতের বিষয়ে লোভ ও অধৈর্য উত্তম। দ্বীনের কোন পর্যায়ে পৌঁছে অল্পতুষ্ট হয়ো না বরং সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা কর। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/২১১)** আল্লাহ পাক আমাদেরকে নেকীর লোভী বানিয়ে দিক।

জানাযার নামাজ ও দাফন কার্য:

উহুদ যুদ্ধে শহীদ হওয়া সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর জানাযার নামায আদায় করা হয়েছে। অতঃপর এক একজন করে শহীদদেরকে আনা হতো এবং আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর পাশে রেখে তার জানাযার নামাজ আদায় করা হতো। **(তাবকাতুল কুবরা, ৩/৭)** কতিপয় বর্ণনায় রয়েছে, ১০-১০ জন করে শহীদদের জানাযার নামাজ আদায় করা হয় এবং সেই ১০ জনের মধ্যে প্রত্যেকবার হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ও শামিল ছিলেন। **(সুনানে কুবরা লীল বাইহাকি, ৪/১৫৭, হাদীস নং ৬৮০৪)**

ফেরেশতারা গোসল দেন:

হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ফারুক ও হযরত আলী মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ কবরে রাখেন, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কবরের পাশে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ইরশাদ করেন: আমি দেখেছি ফেরেস্তারা হযরত হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে গোসল দিচ্ছে।

(তাবকাতুল কুবরা, ৩/৭)

www.dawateislami.net

মাযার মোবারক:

হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর মাযার মোবারক মদীনা শরীফের জাবালে উহুদের নিকট অবস্থিত। তাঁর পবিত্র মাযারে দোয়া কবুল হয় এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, اَلْحَمْدُ لِلّٰہ! আশেকানে রাসুলগণ তার পবিত্র মাযার জিয়ারত করেন এবং অনেক দোয়া করেন আর তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

অতিথিদের রক্ষা করেছেন:

শেখ সাঈদ বিন কুতুব رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ অধিকহারে হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর পবিত্র মাযারে উপস্থিত হতেন। সাধারণত মদীনায় বসবাসরত আশিকানে রাসূলগণ ১২ রজব হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর পবিত্র মাযারে উপস্থিত হতেন, কিন্তু হযরত সাঈদ বিন কুতুব رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ কয়েকদিন পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হয়ে যেতেন এবং ১২ রজব পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতেন। শেখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল লতিফ তাহতাম মালিকী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: একদিন আমিও শেখ সাঈদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ এর সাথে হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর পবিত্র মাযারে উপস্থিত হলাম, রাত্রিবেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়ল, আমি তাদের হেফাজতের জন্য জাগ্রত রইলাম, রাত্রিবেলা আমি সেখানে একজন ঘোড়ার আরোহী দেখলাম, যিনি মাযারের চারপাশে চক্কর দিচ্ছিলেন, আমি সেই ঘোরার আরোহীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? তিনি বললেনঃ আমার নাম হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং আমি তোমাদের দেখাশোনা করছি, একথা বলে হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন।

(জামে কারামতে আউলিয়া, ১/১০৯)

www.dawateislami.net

বাবুদ দোয়া হে বেশখ জিন কা মাযারে আনোয়ার
ওহ বান্দায়ে খোদা হে হযরত আমীর হামযা

যা চেয়েছি তা পেয়েছি

হযরত আবুল-আব্বাস মুরসি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর পবিত্র মাযার জিয়ারত করতে বের হলাম তখন এক ব্যক্তি আমার পেছনে পেছনে চলতে লাগলো, যখন আমি পবিত্র মাযারে পৌঁছলাম, তখন পবিত্র মাযারের দরজাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গেল। আমি ভেতরে গিয়ে রিজালুল-গাইব (অর্থাৎ আউলিয়াদের মধ্য থেকে) এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে সময় আমি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম: اَللّٰهُمَّ اَسْاَلُکَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ وَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ **অর্থাৎ** হে আল্লাহ পাক! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি! শেখ আবুল-আব্বাস মুরসি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেনঃ আমি আমার সাথীকে বললামঃ এটি দোয়া কবুল হওয়ার সময়, তোমার যা প্রয়োজন তা আল্লাহর কাছে চেয়ে নাও, আমার সেই সাথী দোয়া করলো, হে আল্লাহ আমাকে একটি দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) দান করো। তিনি বলেন: এখান থেকে অবসর হওয়ার পর আমি আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত আবুল হাসান শাজলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন সেই ব্যক্তিটিও আমার সাথে ছিল, এখনও তাঁর সাথে কোন কথাবার্তাই হয়নি, তার পূর্বেই শেখ আবুল-হাসান শাজলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই ব্যক্তিকে বললেন, “হে ভীরু, দোয়া কবুলিয়তের সময় তুমি শুধু একটি দিনার প্রার্থনা করেছো, তুমি কেন আবুল-আব্বাসের মতো দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করোনি। **(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৪/ ৩১৫, হাদীস নং ১৮৫৫)**

www.dawateislami.net

দোয়া করার একটি আদব:

হে আশিকানে রাসুল! জানা গেল? যদি আল্লাহ পাকের কোনো নেক বান্দাদের নিকট উপস্থিতি হয়, অলীদের মাযারে যাওয়া সৌভাগ্য হয়, এছাড়াও যখনই দোয়া প্রার্থনা করা হয় তখন খোলা মনে প্রার্থনা করা উচিত, আল্লাহ পাকের ভান্ডারে কোন অভাব নেই, তিনি দয়ালু এবং করুণাময়, আল্লাহ ওয়াহহাব। (অর্থাৎ অনেক বেশি দানকারী) তাই মহান আল্লাহ পাকের কাছে চাওয়ার সময় বান্দা কেন লজ্জা পাবে? কেন দুই, চার পয়সা, কয়েক বেলার খাবার বা অন্য কোন ছোট বাসনা চাইবে? ছোট-বড় সবকিছুই আল্লাহ পাকের কাছে চান, আর এমনও যেন না হয় শুধু পার্থিব নিয়ামত, ধন-সম্পদ চাচ্ছেন, আখেরাতের উন্নতি ও কল্যাণ চাচ্ছেন না, না না কখনও এরূপ করা উচিত নয় বরং সঠিক পদ্ধতি হলো, দোয়া করার সময় প্রথমে আখেরাতের উন্নতি ও কল্যাণ চাওয়া তারপর দুনিয়াবি উন্নতি ও কল্যাণ এবং যা যা প্রয়োজন তা চাওয়া, কেবল দুনিয়ার জন্যই প্রার্থনা করা আখেরাতের কোনো চিন্তা ভাবনা না করা এটি অত্যন্ত মন্দ কথা।

নিজের সন্তানের নাম হামযা রাখবে!

একদা শেখ মাহমুদ কুর্দি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর বরকতময় মাযারে উপস্থিত হয়ে সালাম নিবেদন করেন। তিনি বলেন: আমি নিজ কানে শুনেছি যে, হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ পবিত্র মাযারের ভেতর থেকে উচ্চস্বরে সালামের উত্তর দিয়ে বললেন: শেখ মাহমুদ! তোমার একটি ছেলে হবে, তার নাম রাখবে হামযা। শেখ মাহমুদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সত্যিই আল্লাহ পাক আমাকে একটি পুত্র দান করেছেন, তখন আমি তার নাম রাখলাম হামযা। **(হুজ্জাতুল্লাহ আলাল আলামিন, ৬১৪ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

سُبْحٰنَ اللّٰہ!! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কী অনন্য মহিমা? তিনি শেখ মাহমুদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ কে সালামের উত্তর প্রদান করলেন এটি একটি কারামত, আর শেখ মাহমুদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ এর স্ত্রী সন্তান সম্ভবা হওয়ার ব্যাপারে অবগত হওয়া সেটি আরেকটি কারামত, তার ঘরে কন্যা সন্তান নয় বরং পুত্র সন্তান জন্ম নেওয়ার ব্যাপারে অবগত হওয়া এটি তৃতীয় কারামত।

১১ নম্বর নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইত আতহার رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ এর প্রেম ও আদব লাভ করতে, পুণ্যবান হতে এবং পাপকর্ম থেকে দূরে থাকতে, দাওয়াতে-ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান। জেলি হালকার বারো দ্বীনি কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন, দৈনিক নেক আমলের পর্যেবক্ষণ করে, নেক আমল নামক পুস্তিকাটি পূরণ করুন। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর প্রদত্ত ৭২টি নেক আমলের মধ্যে একটি নেক আমল, ১১ নম্বার হলো, রাস্তাঘাটে চলার সময় বা কার বাস ইত্যাদিতে সফরের সময় নিজেকে অপ্রয়োজনীয় দৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে আপনি কি আজ দৃষ্টি নত রেখেছেন? আর অকারণে চারপাশে তাকানো থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন? প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ : إِنَّ النَّظْرَۃَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُوْمٌ مَنْ تَرَکَهَا مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِیْمَانًا یَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ অর্থাৎ হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন: কুদৃষ্টি শয়তানের তীর সমূহ থেকে একটি বিষাক্ত তীর, যে ব্যক্তি আমার ভয়ে তা (কুদৃষ্টি) পরিত্যাগ করবে,

www.dawateislami.net

আমি তাকে এমন ঈমান দান করব যার মিষ্টতা সে তার অন্তরে অনুভব করবে। **(মুজামুল কবীর ১০/ ১৭৩ হাদীস: ১০৩৬২)**

سُبْحٰنَ اللّٰہ!! এটি কতই না উত্তম নেক আমল, যার বরকতে আমরা কুদৃষ্টি থেকে বিরত থাকতে পারবো, হাদীস শরীফে বর্ণিত সুসংবাদ অর্থাৎ ইবাদতের মিষ্টতা আমাদের হৃদয়ে পাব, আমাদের উচিত নেক আমলের প্রতি আমল করা এবং মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলদের সাথে সফর করা।

মাযারের মাটিতে শিফা (আরোগ্য)

আল্লামা সামহুদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ লিখেন: হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর কবরের বরকতময় মাটি রোগ নিরাময়কারী, প্রাচীনকাল থেকে নেককার লোকদের রীতি ছিল যে, তাঁরা হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর মাযার মোবারকের মাটি তুলে নিয়ে যেতেন এবং সেগুলোকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করতেন। **(ওয়াফায়ুল ওয়াফা বিআখবারি দারিল মুস্তাফা, ১/৬০)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ কে দেখা গেছে যে, তিনি হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর মাযার মোবারকের পবিত্র মাটি শলার মাধ্যমে তাঁর চোখে লাগান।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان দের প্রেম ও আদব নসীব করুন। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

শহীদদের ফযীলত:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হলেন সায়্যিদুশ-শুহাদা (অর্থাৎ শহীদদের সর্দার), তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন।

www.dawateislami.net

ওহুদ যুদ্ধে শহীদদের শানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَرِحِیْنَ بِمَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۙ وَ یَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِیْنَ لَمْ یَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ﴿۱۷۰﴾

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: (তারা) খুশি এরই উপর, যা আল্লাহ তাদেরকে আপন অনুগ্রহক্রমে দান করেছেন, এবং আনন্দ উদযাপন করেছে তাদের পরবর্তীদের জন্য, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি, এ কারণে যে, তাদের না কোন আশঙ্কা আছে না কোন দুঃখ।

উক্ত আয়াতের টীকায় তাফসীরে সিরাতুল-জিনানে রয়েছে: উক্ত আয়াতে শহীদদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও করুণা দান করেছেন, তাদেরকে পুরস্কার ও অনুগ্রহ এবং সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন এবং মৃত্যুর পর একটি উচ্চ জীবন দান করেছেন, তিনি তাদেরকে তাঁর নৈকট্য দান করেছেন, তাদেরকে জান্নাতের রিযিক ও সর্বোচ্চ নেয়ামত দান করেছেন, তাদেরকে শাহাদাত বরণ করার সুযোগ দিয়েছেন, শহীদগণ এসব নেয়ামতের জন্য আনন্দ প্রকাশ করছেন।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, আয়াত ১৭০, ২/৯২)

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, উহুদ যুদ্ধে যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হয়েছিল, তখন আল্লাহ পাক তাদের আত্মাকে সবুজ পাখির মধ্যে রেখে দেন, তারা জান্নাতের নদীতে যায়, তারা জান্নাতের বাগান থেকে ফল খায়। আরশের ছায়ায় সোনার প্রদীপে বিশ্রাম নেয়। যখন তারা এই নেয়ামত গুলো দেখল তখন তারা বলল: হায়! যদি আমাদের ভাইয়েরা জানতো যে, আল্লাহ পাক আমাদের জন্য কি কি নেয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন, এতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

তোমাদের পক্ষ থেকে আমি তোমাদের ভাইদেরকে এই সুসংবাদ পৌঁছে দিচ্ছি, তখন আল্লাহ পাক এই আয়াতটি নাযিল করেন:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿۱۶۹﴾

(পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে কখনো তাদেরকে মৃত বলে ধারণা করো না, বরং তারা আপন প্রতিপালকের নিকট জীবিত রয়েছে, জীবিকা পায়।

(মুসনদে আহমদ, ২/১৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৪৩০)

হে আশিকানে রাসূল, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চাচাজান হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছেন, শাহাদাত অনেক উচ্চ মর্যাদা, আল্লাহ পাক আমাদেরকেও হযরত আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উসিলায় মদীনা শরীফে সবুজ গম্বুজের ছায়াতলে সোনালী জালির সামনে শাহাদাতের মৃত্যু নসীব করুন।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দে শাহাদাত মুঝে মদীনে মে, আজ পায়ে শাহে কারবালা ইয়া রব!
কবর মেরি বনে মদীনে মে, তুজছে হে ইয়ে মেরি দোয়া ইয়া রব!

শাহাদাতের বিভিন্ন রূপ

বাহারে শরীয়তে উল্লেখ রয়েছে, শাহাদাত শুধু জিহাদে নিহত হওয়ার নাম নয়, বরং হাদীস অনুসারে শাহাদাতের আরও অনেক রূপ রয়েছে, যেমন একটি হাদীসে বলা হয়েছে: (১) প্লেগ রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, (২) যে ডুবে মারা যায় সেও শহীদ, (৩) সে যাতুল-জুনব (ফুসফুসের একটি রোগ, যে এই রোগে) মারা যায় সেও শহীদ, (৪) যে পেটের রোগে মারা যায় সেও শহীদ, (৫) যে পুড়ে মারা যায় সেও শহীদ,

www.dawateislami.net

(৬) যার উপর প্রাচীর ইত্যাদি পড়ে মারা যায় সেও শহীদ, (৭) যে মহিলা সন্তান প্রসব বা কুমারী অবস্থায় মারা যায় সেও শহীদ।

অনুরূপভাবে কতিপয় বর্ণনা অনুযায়ী ইলমে দ্বীনের পথে যে মারা যায় সেও শহীদ, যে মুয়াজ্জিন সাওয়াবের উদ্দেশ্যে আযান দেয় সেও শহীদের মর্যাদা লাভ করবে, উম্মতের ফিৎনা ফ্যাসাদের সময় সুন্নতের উপর আমলকারীর তো লাভের উপর লাভ যে, তাকে একশত শহীদের সওয়াব দান করা হয়, উলামায়ে কেরামগণ বলেন: যে ব্যক্তি প্রতিদিন ২৫ বার এটি পাঠ করবে:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِي الْمَوْتِ وَفِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

সে মারা গেলে আল্লাহ পাক তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন। তদ্রুপ যে ব্যক্তি কোন রোগে আক্রান্ত হয়, সে ৪০ বার পাঠ করবে:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

যদি সেই রোগে তার ইন্তেকাল হয় তাহলে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে আর যদি সুস্থতা লাভ করে এবং সেই রোগে ইন্তেকাল না হয় তাহলে তার মাগফিরাত হয়ে যাবে। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৮৫৭-৮৬০)**

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রিয় নবীর দরবারে মদীনায় মৃত্যুবরণের আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ কিছুটা এভাবে করেন,

দে দে মরনে কি মদীনে মে সা'আদাত দেদে
কিস তারাহ সিন্দ কে জঙ্গল মে মরুঙ্গা ইয়া রব
মুজ গুনাগার পে গার খাস করম হো জায়ে
জামে তায়বা মে শাহাদাত কা পিউঙ্গা ইয়া রব

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ বিভাগ:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ জামাত সহকারে নামাজের গুরুত্ব শেখাতে, সুন্নাতের প্রশিক্ষণ এবং নেকীর দাওয়াত প্রচার করার জন্য দাওয়াতে ইসলামী ৮০টিরও বেশি বিভাগে দ্বীনের কাজ করে যাচ্ছে। তন্মধ্যে একটি বিভাগ হলো "ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ"। বাণিজ্য এমন একটি খাত যা প্রতিটি দেশের মেরুদণ্ডের ভূমিকা পালন করে বরং অনেক দেশের জীবন যাপন কেবল বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ধর্মীয় জ্ঞান থেকে দূরত্বের কারণে, আজ মুসলমানদের একটি সংখ্যা বাণিজ্যের ইসলামী সোনালী নিয়ম অনুসরণ হতে অনেক দূরে। তাই আশিকানে-রাসুলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে-ইসলামীর অধীনে "ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ বিভাগ" নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উক্ত বিভাগের কাজ হল, ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে ইসলামী প্রশিক্ষণ দ্বারা আলোকিত করা, আশিকানে রসুলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর নেকীর দাওয়াতে সারা জাগরণের বার্তা ব্যাপক করা এবং তাদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করে মাদানী উদ্দেশ্য এবং বাজার সমূহে দ্বীনি পরিবেশ সৃষ্টি করতে মসজিদ অথবা যেকোনো সুবিধাজনক স্থানে ফয়যানে সুন্নাতের দরস ইত্যাদি দেয়ার আয়োজন করা। যাকে চৌক দরস বলা হয়। চৌক দরস ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে "বাণিজ্যিক কোর্সের"ও আয়োজন করা হয়, মাদানী চ্যানেলে যথারীতি "বাণিজ্যিক বিধানাবলী" নামক বয়ানেরও ব্যবস্থা রয়েছে, বড় বড় মার্কেট শপিংমল ইত্যাদিতে মাদ্রাসাতুল-মদিনা বালেগানেরও আয়োজন করা হয়, মিল ফ্যাক্টরীর মালিকদের মধ্যে

দাওয়াতে-ইসলামীর শুভাকাঙ্ক্ষীদের মাদানী কাফিলায় সফর করতে উৎসাহ প্রদান করার পাশাপাশি তাদের অধীনে কর্মরত কর্মচারীদেরকেও প্রতি মাসে মাদানী কাফিলায় সফর করতে উৎসাহিত করা হয়। কারখানা/ ফ্যাক্টরীতে মসজিদ/ নামাজের স্থানের ও ব্যবস্থা করা হয়, এই আশিকানে রাসূলগণ নিয়মিত নামাজ আদায় করতে পারেন।

রমযান মাসে ফ্যাক্টরী, কারখানার মসজিদ/ নামাজের স্থানে তারাবীর নামাজেরও আয়োজন করা হয়, ব্যবসায়ীদের মাসিক ফয়যানে-মদীনা অধ্যয়নের পাশাপাশি এর বার্ষিক বুকিংয়ের প্রতিও উৎসাহিত করা হয়। ব্যবসায়ীদেরকে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার মনমানসিকতা দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীদেরকে মার্কেট, শপিং মল ইত্যাদিতে খন্ডকালীন ফয়যানে-নামাজ কোর্স করার প্রতিও উৎসাহিত করা হয়, যাতে তারা তাদের কাজকর্ম ও সময়ের সুবিধা অনুযায়ী ফয়জানে-নামাজ কোর্স করে তাদের নামাজ সংশোধনের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। মোটকথা, বাণিজ্যকে প্রকৃত অর্থে ইসলামী নিয়মতান্ত্রিক স্থিতিশীল ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দাওয়াতে ইসলামীর এই বিভাগ সদা সচেষ্ট।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের পরিশেষে কয়েকটি সুন্নাতের ফযীলত এবং জীবনের কিছু শিষ্টাচার বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো সে আমাকে ভালোবাসলো আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। **(মিশকাত, ১/৫৫ পৃষ্ঠা হাদীস ১৭৫)**

সিনা তেরি সুন্নত কা মদিনা বনে আঁকা
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

www.dawateislami.net

ডান হাতে লেনদেন করার মাদানী ফুল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! ডান হাতে লেনদেন করার কয়েকটি মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি, প্রথমে একটি ফরমানে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শুনুন: তিনি বলেন: তোমাদের প্রত্যেকে ডান হাতে খাবে, ডান হাতে পান করবে এবং ডান হাতে নিবে এবং ডান হাতে দিবে, কারণ শয়তান বাম হাতে খায়, বাম হাতে পান করে, বাম হাতে দেয় এবং বাম হাতে নেয়। **(ইবনে মাজাহ, ৪/১২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩২৬৬)** ডান পাশে ভাল লক্ষণ, কেননা এটি জান্নাতবাসীদের দিক। **(ফয়জুল-কাদির, অধ্যায় ৫/২৬৩, হাদীস (২৯৯৫)** ডান হাতে পানাহার করা সুন্নত। **(আদাবে তোয়াম, ১৩০ পৃষ্ঠা)** নেকী লেখক ফেরেশতা ডান দিকেই থাকেন এজন্য ডান দিকটাই উত্তম। **(মিরাতুল মানাজিহ ১/২৮৭)** মাওলানা সরদার আহমদ কাদেরী চিশতী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন, লেনদেনের সময় ডান হাত ব্যবহার কর, এই অভ্যাসটি যেন এমন দৃঢ় হয়ে যায় যে, কেয়ামতের দিন যখন আমল পেশ করা হবে, তখন যেন অভ্যাস অনুযায়ী ডান হাত এগিয়ে যায়, তাহলে তো সফল হয়ে যাবে। **(হায়াতে মুহাদ্দিসে আজম, ৩৭৪ পৃষ্ঠা)**

ঘোষণা

ইলমে দ্বীন শিখার বাকী মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশ গ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاھُوَ اَھْلُہٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الْحَلِیْمُ الْکَرِیْمُ سُبْحَانَ اللّٰہِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net